পাঠক ফোরাম

মাথাভারি মন্ত্রিসভা

দেশের অর্থনৈতিক মন্দার কথা বলে বন্ধ করে দেয়া হচ্ছে অনেক অলাভজনক রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান। অথচ বিশাল মন্ত্রিসভা নিয়ে অর্থমন্ত্রী বা অন্য কেউ একটি কথাও তোলেননি। সাপ্তাহিক ২০০০ স্পষ্টভাবে এই বিষয়গুলোকে চিহ্নিত করেছে। দেশে এখন ৬০ জন মন্ত্রী। ২৮ জন পূর্ণমন্ত্রী, ২৮ জন প্রতিমন্ত্রী, ৪ জন উপমন্ত্রী। এই বিশাল মন্ত্রিসভা চালাতে খরচ হয় বছরে ৮৪ কোটি টাকা। এই খরচ ৫ বছরে বেড়ে দাঁড়াবে ৪২০ কোটি টাকায়। যা একটি উন্নয়নশীল দেশের জন্য রীতিমতো হুমকিস্বরূপ। ইউএনডিপির এ বছর প্রকাশিত মানব উন্নয়ন জরিপে বাংলাদেশের স্থান ছিল ১৪৫তম। রাজনৈতিক নেতা, আমলাদের আক্রমণে বিপর্যস্ত এ দেশ আগামীতে কোথায় দাঁড়াবে তা কোনো সূচক বা মানদন্ডে পরিমাপ করাও কষ্টকর হয়ে পড়বে। প্রতিবেদককে ধন্যবাদ।

জিল্লুল করিম, কলাবাগান, ঢাকা

দেশ কোন পথে

সমাজবিজ্ঞানীদের মতে, একটি দেশের সরকারের সাফল্য আর ব্যর্থতার প্রধান নিয়ামক এবং সূচক হলো সে দেশের সরকারের প্রশাসন, পুলিশ এবং বিচার ব্যবস্থার ওপর আম-জনতার আস্থা। এই আস্থার উচ্চ মাত্রা সে দেশের সরকারের সাফল্য ঘোষণা করে আর আস্থাহীনতা সে দেশের সরকারের ব্যর্থতার নির্দেশক। সবচেয়ে দুর্ভাগ্যজনক সত্য হচ্ছে, বর্তমান প্রেক্ষাপটে আমাদের দেশের প্রশাসন, পুলিশ আর বিচার ব্যবস্থার বহুবিধ ঘটনা, দুঃখ ও বেদনাদায়ক আদেশ, নির্দেশ, অমানবিক আচরণ, তার শুচিতা, নৈপুণ্যতা, দক্ষতা আর বিশ্বাসযোগ্যতা হারাচ্ছে। এর বহু নজির ইতিমধ্যেই প্রকাশ পেয়েছে। তাই হররোজ সংবাদপত্রে খুন, হত্যা, ধর্ষণ, ছিনতাই, সন্ত্রাস, জবর-দখলের খবর এত দৃশ্যমান। যতই সময় যাচ্ছে, এর পরিধি ততই বিস্তার লাভ করছে।

ইরা
সৈয়দপুর, নীলফামারী

প্রসঙ্গ মন্ত্রিসভা

৬০ সদস্যের মন্ত্রিসভা পুষতে প্রতি মাসে খরচ হচ্ছে ৭ কোটি টাকা, বছরের হিসাবে ৮৪ কোটি টাকা। বিনিময়ে জনগণ উপহার পাচ্ছে অব্যাহত সন্ত্রাস, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি, তীব্র বেকারত্ব, অর্থনৈতিক বন্ধ্যত্বসহ দেশ পরিচালনায় এক নিয়ন্ত্রণহীন অদক্ষতা। সাপ্তাহিক ২০০০-এর অত্যন্ত সময়োপযোগী ২৩ আগস্ট ২০০২ সংখ্যাটি দেশের নীতি (?) নির্ধারকদের দিব্য দৃষ্টি খুলে দিক, জাগিয়ে তুলুক সাধারণের মর্মবেদনা বোঝার ক্ষমতা- এ আশা করতেই পারি। আর এটা তো সত্যি, অনেক অনেক সাধারণের সমর্থনেই তো একজন অসাধারণের বিকাশ। ২০০০কে আবারও ধন্যবাদ।

অবাক
mirana7@hotmail.com

ভালো থাকা

চট্টগ্রামে মৎস্য মেলা উদ্বোধনকালে মন্ত্রী আব্দুল্লাহ আল নোমান সাহেব লালদীঘির পাড়ে এলেন। নিয়ম মোতাবেক মন্ত্রীর নিরাপত্তাকর্মী, সহচর, নেতা, পাতিনেতা, উপনেতা, চামচাসহ বিশাল বহর সঙ্গে ছিল। লালদীঘির অন্য পাড় থেকে কয়েকজন দুষ্ট লোক চিৎকার করে বলল 'বদ্দা গম আছেনি?' চট্টগ্রামের খাঁটি আঞ্চলিক শব্দে অনেকে পেছন ফিরে চাইলো। শুদ্ধ অর্থ হলো, ভাই ভালো আছেন? তখন মন্ত্রীর চামচা পেছন থেকে বলল, কম্বল চোরারা হুঁশিয়ার। সত্যি কথা হলো, চোরের মন পুলিশ পুলিশ।

চৌধুরী মুঃ মোস্তাকিম টিটু
চট্টগ্রাম নতুন রেল স্টেশন, চট্টগ্রাম

দুর্নীতির খন্ড চিত্র!

সাপ্তাহিক ২০০০-এর ১৬ আগস্ট সংখ্যার প্রচ্ছদ প্রতিবেদনের শিরোনাম ছিল 'দুর্নীতির একটি খন্ড চিত্র, কমিশনের সুযোগ নেই! তাই ৯০ কোটি টাকার প্রজেক্ট স্থগিত'। একের পর এক দুর্নীতির ভাগিদার হচ্ছেন সুযোগ্য মন্ত্রী, এমপি ও সুবিধাবাদী গুটিকয়েক আমলা ও রাজনৈতিক চামচারা। আবারও নতুন করে উদাহরণ টানলো কম্পিউটার ক্রয় নিয়ে। পর্যাপ্ত কমিশন পাবে না বলে নেদারল্যান্ড সরকারের তুলনামূলক অত্যন্ত কম মূল্যের প্রকল্পটি বাতিল করার সিদ্ধান্ত এবং তা লিখিতভাবে জানিয়ে দেয়া হয়েছে নেদারল্যান্ড সরকারকে। যার ফলে সে দেশের সরকার উকিল নোটিশ পাঠিয়েছে চুক্তি বাস্তবায়নের। তা না হলে নেদারল্যান্ড সরকার সে দেশের আদালতে মামলা করবে ঐ মীরজাফরি চুক্তির জন্য। বিশ্বের দরবারে বাংলাদেশ আরও একবার পরিচয় পাবে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনালের দেয়া 'দুর্নীতিবাজ' দেশ হিসেবে।

আবুল হাসান আবু
চান্দগাঁও আ/এ, চট্টগ্রাম

তাহাদের কথা

কথাগুলো দুঃখজনক কিন্তু তাতে কি! এখন এটাই বাস্তব। আমাদের গ্রামের বুড়া-বুড়ি ওরা। গত সরকার আমলে 'বয়স্ক ভাতা'র আওতায় ছিল ওরা। তবুও যারা দেশের বয়স্কদের মতো আমাদের বয়স্করা সেই একশ' টাকার ওপর কিছুটা নির্ভরশীল হয়ে উঠেছিলেন, সহায় সম্বলহীন সমাজের অবহেলিত বয়স্করা ধুঁকে ধুঁকে পরপারে যাবার অপেক্ষায় প্রহর গুনছে বিধায় তাদের চাওয়া-পাওয়া, সাধ সীমিত। তা সত্ত্বেও দেশের বিশাল বয়স্কের অধিকাংশই সহায় সম্বলহীন। গত সরকারের সর্বোচ্চ মানবিক উদ্যোগ নিঃসন্দেহে উক্ত বয়স্ক ভাতা। বর্তমানে আবার নতুন করে তালিকা করা হচ্ছে। এতে বিএনপি সমর্থিত লোকজন পুরনো বয়স্কদের বাদ দিয়ে নতুনদের তালিকাভুক্ত করছে বলে অভিযোগ উঠেছে।

নাজমুল হক পল্টু
ঢাকা

ওরা আমাদের বন্ধু

মানসিক প্রতিবন্ধী বা শারীরিক প্রতিবন্ধী এরা কেউ সমাজের দায় নয়। কিন্তু ক্রমশই তারা সমাজে কোণঠাসা হয়ে যাচ্ছে। কোনো পরিবারে একজন প্রতিবন্ধী শিশু থাকলে তাদের চিন্তা বা লজ্জার কোনো শেষ থাকে না। তারা কেবলি এদেরকে ঘরের কোণে লুকাতে থাকে, পাছে পাড়া-প্রতিবেশী, বাড়িতে আসা অতিথিরা এদের দেখে ফেলে। কিন্তু এরা হয়তো শারীরিক বা মানসিকভাবে বিপর্যস্ত। এদেরও মৌলিক মানবিক চাহিদাগুলো পূরণের অধিকার আছে। সবার সঙ্গে মেশার অধিকার আছে। আর এখানেই আমাদের সমাজের মানুষদের অপারগতা। অথচ এদেরকে যদি পরিবারের সদস্যরা একটু বেশি সময় দেয়, অন্যদের সঙ্গে মিশতে দেয়, কথা বলতে দেয়, তাহলে এরা অতিদ্রুত সুস্থ হয়ে উঠবে। আমাদের বুঝতে হবে, আল্লাহতায়ালার অসীম রহমতে আমরা সব দিক দিয়ে সুস্থ হয়ে জন্ম নিয়েছি। সেই জন্য যারা একটু সমস্যাগ্রস্ত, প্রতিবন্ধী, এদের প্রতি আমাদের সদয় হওয়া উচিত।

ডা. মোস্তফা আবদুর রহিম, মিরপুর, ঢাকা

ওরা অসাধারণ

আমাদের মন্ত্রী, আমলা, নেতাদের ছেলেমেয়েরা প্রায় সবাই বিদেশে লেখাপড়া করেন। না হয় দেশে দশ-বিশ লাখ টাকা খরচ করে ভর্তি হন বেসরকারি কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়। আমাদের প্রধানমন্ত্রী, বিরোধীদলীয় নেত্রীসহ বিখ্যাতজনরা চিকিৎসা করতে যান বিদেশের হাসপাতালে। শুধু অভাজন জনগণকে তারা বলেন দেশে ভালো শিক্ষা আছে, দেশেই ভালো চিকিৎসা আছে। সারাক্ষণ দেশের সাধারণ মানুষকে নিয়ে তারা ভাবেন, চিন্তা করেন। শুধু নিজেরাই অসাধারণ জীবন যাপন করেন।

নির্জন মমিন
আত্মীয়সভা, ধানমন্ডি, ঢাকা

নরপশুর কবলে দেশ

এগারো বছর বয়সী চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্রী তৃষা। প্রেম-ভালোবাসা সম্বন্ধে যার কোনো ধারণা নেই (থাকার কথাও না), তাকেই বখাটেরা প্রেমের প্রস্তাব দিত! বিজ্ঞাপনের ভাষায় বলতে হয়- দেশ এগিয়ে যাচ্ছে! এতো ভালোবাসা সইতে না পেরে (!)

শেষ পর্যন্ত তৃষাকে আত্মহননের পথ বেছে নিতে হয়েছিল। নিষ্পাপ মেয়েটি, যার জীবন শুরু হওয়ার আগেই শেষ হয়ে গেল মানুষ নামধারী কিছু নরপশুর কারণে। যে কুলাঙ্গাররা আমাদের বোনদের ঠেলে দিচ্ছে মৃত্যুর দিকে, তাদের মুখে একদলা থুতু।

মোঃ শফিকুল ইসলাম
সি/৮৭ পাহাড়তলী বাজার, চট্টগ্রাম

পুলিশ আমার পুলিশ

আমাদের পুলিশ নিয়ে কি লিখব! পুলিশ নিয়ে লিখতে অনেকেই চান কিন্তু লেখেন না। পুলিশকে ক্ষেপিয়ে তুলতে চান না। যেসব কলাম লেখক, সাংবাদিক, প্রতিবেদক পুলিশের বিরুদ্ধে লিখে সম্মান বজায় রাখার ক্ষমতা সংরক্ষণ করেন, তাদের পুলিশ নিয়ে লেখা সময়ের দাবি, সুনাগরিকের কর্তব্য। ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনালের বাংলাদেশ শাখা একবার বলেছিল, 'আমাদের দেশের দুর্নীতির শীর্ষে পুলিশ।' তাদের এ জরিপ পুলিশের মানসম্মানে লেগেছিল। আমরা পুলিশের প্রতিবাদের সঙ্গে একাত্ম হতে পারি না। কেননা, পুলিশ কিভাবে দায়িত্ব পালন করে আমরা সচেতনভাবে দেখি। কিছু কিছু বিষয়ে পুলিশ নিজেদের সীমাবদ্ধতা বোঝাতে চায়। অমুককে ধরা হয়েছে কেন? উত্তর, উপরের নির্দেশ। অমুককে গ্রেপ্তার করা হয়নি কেন? তার উত্তর, উপরের নির্দেশ ঐ কাজটি করেননি কেন? আমাদের লোকবল কম, অর্থের অভাব। মোট কথা, নিজের দায় স্বীকার করে নেয়ার সৎসাহসেরই অভাব। শুধু তাই নয়, প্রশ্নকারীকে কিভাবে উচিত শিক্ষা দেয়া যায়, পুলিশ আন্তরিকভাবে সেই চেষ্টা করে।

আবদুল মকিম চৌধুরী
খিলজি রোড, শ্যামলী, ঢাকা

লজ্জা

কিছুদিন আগে আমাদের কলেজের একটি মেয়েকে কলেজেরই একটি ছেলে ডিস্টার্ব করত। মেয়েটি এ কথা স্যারকে জানায়। স্যার ছেলেকে ডেকে এনে ঘটনা জানতে চাইলেন। ছেলেটি বলল, আমি তাকে ডিস্টার্ব করিনি। স্যার বললেন, 'তুমি সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা বলছ। কারণ মেয়েদের সবচেয়ে দামী সম্পদ হলো তাদের ইজ্জত। আর এ ইজ্জত নিয়ে তারা কখনো মিথ্যা বলতে পারে না।' ঘটনাটি বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে, গভীর রাতে শামসুন্নাহার হলে ছাত্রীদের ওপর নির্যাতন প্রসঙ্গে ভিসি বলেন, পুরুষ পুলিশ হলে ঢোকেনি। আর পুলিশ কর্মকর্তারা তদন্তের সময় প্রথম দিকে বলে, আমরা হলে ঢুকিনি। অথচ আমার বোনেরা বলেছে, 'আমাদের ওপর পুলিশ নির্যাতন করেছে এবং অশ্লীল ব্যবহার করেছে।' তাহলে তারা (ভিসি-পুলিশ) কি বলতে চাইছে, আমার বোনেরা মিথ্যা বলেছে? অসম্ভব। আমার বোনেরা কখনো ইজ্জত নিয়ে মিথ্যা বলেনি, বলতে পারে না।

মোঃ রফিক, ওয়ালী নেওয়াজ
খান কলেজ, কিশোরগঞ্জ

শ্রম আইন ও অগ্নি নিরাপত্তা

প্রতি বছরই গার্মেন্টস ফ্যাক্টরিতে অগ্নি দুর্ঘটনার কারণে মারা যায় নিরীহ কিছু শ্রমিক-কর্মচারী। অথচ অগ্নি নিরাপত্তার বিষয়টি বরাবরই উপেক্ষিত। এই দুর্ঘটনার মূল কারণ হচ্ছে সচেতনতা কিংবা এর প্রশিক্ষণের অভাব। অগ্নি নির্বাপক যন্ত্র থাকলেও শ্রমিকরা জানেন না কিভাবে তা ব্যবহার করতে হয়। বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদিও নিয়মিত পরীক্ষা করা হয় না। ফলে প্রাণ দিতে হয় গ্রাম থেকে আসা কিছু নিরীহ বস্ত্র শ্রমিককে। এক্ষেত্রে শ্রমিক ও ব্যবস্থাপনার সমন্বয়ে ফ্যাক্টরি পর্যায়ে ফায়ার ব্রিগেড ও অগ্নি নিরাপত্তা কমিটি গঠন করা, সেই সঙ্গে ফ্যাক্টরিতে শ্রম আইন ও কারখানা আইন বাস্তবায়ন জরুরি।

সাইদুর রহিম বুলু, স্টেশন রোড, টঙ্গী, গাজীপুর

যন্ত্রণাময় শহর

আবাসিক শহরগুলোতে হাজার হাজার কলকারখানা গড়ে উঠছে। রাজধানী ঢাকাও এর ব্যতিক্রম নয়। এ শহরে কত হাজার কলকারখানা আছে তা কেউ বলতে পারবে না। কারখানাগুলোকে সরিয়ে অন্য কোথাও নেয়া আর কখনও সম্ভব হবে না। কারখানাগুলো শহরকে কোন অবস্থায় নিয়ে গেছে তা আর বলে বোঝাতে হবে না। পরিবেশ দূষণ, বায়ু দূষণ, শব্দ দূষণ, বর্জ্য পদার্থ যেখানে-সেখানে ফেলা, হাজার হাজার শ্রমিক-কর্মচারীর অপরিকল্পিত বসবাস, সেনেটারি সমস্যা, গাড়ির বাড়তি চাপ এবং আরো অনেক সমস্যার সৃষ্টিকারী এ কলকারখানা। তাই, কারখানাগুলোকে রাতে বন্ধ রাখার জন্য সরকারের কাছে আবেদন করছি। আশা করি জনস্বার্থে সরকার বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে দেখবেন।

জাহাঙ্গীর চাক্‌লাদার
দোহার, ঢাকা

সেই রাতের কাহিনী

রাতের অন্ধকারে ছাত্রী হলে মনুষত্বহীন পুরুষ (?) পুলিশের আক্রমণের বীভৎসতার সামান্যই সবাই জানে। আর আন্দোলন দমনে তারা ছাত্র-সাংবাদিক এমনকি শিক্ষকদেরও রেহাই দেয়নি প্রহারের হাত থেকে। তাদের সহায়তার জন্য ম্যাডামের স্বর্ণ-সন্তানেরা সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের যেভাবে রড দিয়ে পেটালো, তা চোখে দেখা ছিলো নির্মম কষ্টের এক অভিজ্ঞতা। হায়! আমাদের রক্ত চুষে, নিজেদের সন্তানদের অমঙ্গল থেকে সরিয়ে রেখে আর দেশের শ্রেষ্ঠ শিক্ষার্থীদের একদল শকুন ও হায়েনার মাঝে ছেড়ে দিয়ে তাদের মুখে শোভা পায় মানবতার কথা। আমাকে কি তবে আবারো ভাবতে হবে, 'তবে কি স্রষ্টা তুমিও ওদের দলে?' ধন্যবাদ প্রতিটি বিবেকবান মানুষকে, যারা নিঃস্বার্থ নৈতিক সমর্থন দিয়েছেন এ দুঃসময়ে। ধন্যবাদ আন্দোলনকারী ছাত্রছাত্রীদের, যারা সাধারণ হয়েও অসম্ভব কিছু সিদ্ধান্ত, দৃঢ় মনোবল আর অদ্বিতীয় নেতৃত্ব দিয়ে ইতিহাসের অসাধারণে পরিণত হয়েছেন। ধন্যবাদ সাংস্কৃতিক জোটকে তাদের বিরামহীন অংশগ্রহণে। ধন্যবাদ বিধাতাকে অসংখ্য সত্যের প্রত্যক্ষদর্শী করাতে। আর ধন্যবাদ সাবেক প্রক্টর-ভিসি ও বর্তমান পুলিশকে। কারণ তারাই মানুষকে সঙ্ঘবদ্ধ হতে উদ্বুদ্ধ করেছে সত্যের পথে যখন উল্টো হাঁটার পথও সমাপ্তিতে পৌঁছে।

প্রত্যক্ষদর্শী
একজন

সীমান্তে সংঘাত

গত ১৬ আগস্ট ২০০২ ঝিনাইদহ জেলার মহেশপুর থানাধীন সীমান্তবর্তী গ্রামের ১ যুবককে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনীর সদস্যরা গুলি করে হত্যা করে। সীমান্তে উত্তেজনা, বাংলাদেশী নাগরিকদের অপহরণ করে নিয়ে যাওয়া, গুলি করে হত্যা করা- এসব কর্মকান্ড বিএসএফের অসহিষ্ণুতা, অমানবিকতা এবং দুঃসাহসের নিয়মিত পরিচায়ক। ভাবটা এমন, যেন বিরক্তিকর সীমান্ত রক্ষার দায়িত্বের মাঝে হালকা বিনোদন ও আনন্দ লাভের উপকরণ বাংলাদেশী নাগরিকরা। সচেতন মহল অবগত হবেন, ঝিনাইদহের মহেশপুরের ঘটনা এটাই প্রথম নয় বরং সাতক্ষীরার কালীগঞ্জ, নবাবগঞ্জের শিবগঞ্জ, দিনাজপুরের বিরল, কুড়িগ্রামের ফুলবাড়ী, রৌমারীসহ বাংলাদেশী সীমান্তবর্তী বিভিন্ন থানায় বিএসএফ এ নির্মমতা প্রদর্শন করে আসছে বহুদিন ধরে। উত্তেজনা চরমে উঠলে মাঝেমধ্যে বিডিআর-বিএসএফের মধ্যে ফ্ল্যাগ মিটিং হয় বড়জোর, যা এ সমস্যার স্থায়ী সমাধান এখনও দেয়নি।

শামীম আনসারী সুমন, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

নগর পিতা

শেষ পর্যন্ত রাজশাহী নগরীর প্রাণকেন্দ্র মনিচত্বর আবর্জনামুক্ত হলো- নগরবাসীকে সকাল ৯টায় দিনের শুরুতে আর বিব্রতকর পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হচ্ছে না। বহুল প্রচারিত 'সাপ্তাহিক ২০০০-এর পাঠক ফোরামে প্রকাশিত একটি চিঠির আলোকে রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন এতো দ্রুত ব্যবস্থা নেবে তা সত্যিই অকল্পনীয়। তাই মাননীয় মেয়রসহ রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনকে প্রাণঢালা অভিনন্দন শিশুস্বাস্থ্য রক্ষায় বিশেষ অবদানের জন্য মাননীয় মেয়র জাতিসংঘ কর্তৃক প্রশংসিত হয়ে পুরস্কৃত হয়েছেন। শিশুস্বাস্থ্য রক্ষায় সিটি কর্পোরেশন নগরীতে একটি আধুনিক শিশু হাসপাতাল তৈরি করতে পারে। শিশুদের মনোরঞ্জনের জন্য ভদ্রায় পদ্মা আবাসিক এলাকার নগরীর একমাত্র শিশু পার্কটিকে সকল প্রকার অত্যাধুনিক সরঞ্জামাদি দিয়ে শিশুদের জন্য সুন্দর একটা পার্ক স্থাপনের জন্য আশু ব্যবস্থা নিতে পারে। পরিশেষে নগর পিতার সুযোগ্য নেতৃত্বে এবং সচেতন নগরবাসীর সহযোগিতায় মাদকমুক্ত ময়লা-আবর্জনাহীন সুন্দর সুশৃঙ্খল একটি নগরীর কামনায়।

ডা. ম. মুনীর
রাজশাহী মেডিক্যাল কলেজ